

বীরেন্দ্ৰকৃষ্ণেৰ ভূত দেখা

‘১৯২৭ সাল। ২৪ অগস্ট। কলকাতায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ৱেডকাস্টিং কোম্পানি গাস্টিন প্লেসের একটি বাড়িতে প্রথম বেতার স্টেশন গড়ে তোলেন। বাড়িটি ছিল খুব নির্জন। সাহেবি কায়দার বাড়ি পিছনের দিকে সেন্ট জর্জ গির্জার বিরাট উদ্যান। তার মধ্যে একটি স্থান, সমাধি স্থল।

বেতারের ঝুঁতিওতে গান, বাজনা, বঙ্গতা চলত প্রতিদিন। রাত দশটার পর সব ছুঁট।

তখনকার দিনের বেতারে ইউরোপীয় সাহেব ছিলেন সংখ্যায় বেশি। বাঙালিদের মধ্যে মুঠিমেয় আমরা কয়েকজন। ভারতীয় অনুষ্ঠানের মূল কর্তা ছিলেন নৃপেন্দনাথ মজুমদার। বেতার জনপ্রিয় করার জন্য তিনি অল্প কয়েকজনকে নিয়ে কাজ করতেন, তার মধ্যে আমিও তাঁর সহকরিত্ব করতাম। রাইচাঁদ বড়ো, রাজেন্দ্রনাথ সেন এবাও বিভাগীয় কর্তা ছিলেন। আমি, নৃপেন্দনা, রাজেন্দ্রনা প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করছি। এমন সময় আমাদের এক ঝুঁতুর এসে বললে, ‘ঝুঁতুর, কল রাত দো বাজে বটা সাব আয়া থা। ম্যায় তো খাটিয়া লেকে দুতল্লা সিঁড়ি কা পাশ ঘুমাতা থা। সব খাটিয়া টানকে ঘৰমে হোটা দিয়া। হমারা নিদ টুট গিয়া থা। সাহাৰ কুছ বোলা নাহি। গটগট কৰকে তিনতলা মে উঠ গিয়া।’

এক ঘণ্টা, দো ঘণ্টা খাড়া হোকর উপরমে উনকা পাতা মিলনা ওয়াস্তে ম্যায় উঠা থা। উহা পর গিয়া দেখা, চাবি বনধ হ্যায়। সাব কাঁহাসে চলা গিয়া ঝুঁতুর মালুম হৃত্যা নাহি।

কথা শুনে আমরা বিশ্বিত ভাবলাম গাঁজা থেয়ে ব্যাটা স্ফল দেখেছে বোধহয়। নৃপেন্দনা বললেন, ‘আচা যাও, সাবকো ম্যায় পুছেগো।’

সে চলে গো। আমরা খুব হাসলাম। বড়ো সাহেবকে নৃপেন্দনা জিজ্ঞাসা করলেন, কল বাত দুটোৰ সময় স্টেশনে আপনি এসেছিলেন নাকি? স্টেপলটন সাহেবে ভুক কুঁচকে বলে উঠলেন, কে বললে?

নৃপেন্দনা জমাদারের উক্তিটি বলতে সাহেব হেসে বললেন, ও বেটা! নিশ্চয় নেশা করেছিল তাই কিছু দেখেছে নেশার ঘোৱে।

নৃপেন্দনা ম্যদু হেসে বললেন, ভূতভূতও তো হতে পারে। জয়গাটা বা নিবারুম।

সাহেব হেসে বলে উঠলেন, অল রাবিশ।

এই নিয়ে আমাদের মধ্যেও খুব কোতুক বোধ



**রাত ফুরোলেই মহালয়া।
মহালয়া মানেই বীরেন্দ্ৰকৃষ্ণ
ভদ্ৰেৰ স্তোত্ৰপাঠ। সেই
তিনি যখন রেডিয়োতে
কাজ কৰতেন, তখন
নানান ভূতুড়ে কাণ্ডেৰ
সাক্ষী ছিলেন। কেমন সেই
অভিজ্ঞতা!**

কাঁপছ কেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে মেহেৰবান বলল আৱে বাপৰে! আপনার ঘৰে আলো নেভানো ছিল। অন্ধকারে সুইচ টিপেই দেখি, একজন লম্বা সাহেবে একটা লম্বা হ্যাট পৰে আপনার ফাইলটা টেবিলের উপৰ রেখে মাথা নিচ কৰে পড়ছো। দেখেই আমার মনে হল সাহেবটা বোধহয় আমার ঘাড়ে এবাৰ লাফিয়ে পড়বো। আমি তখন অঞ্জন হয়ে পড়ে যেতুম। আল্লাহ আমাকে বাঁচাবাৰ জন্যে বোধহয় শক্তি দিলেন। তাই এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে লাফিয়ে পালিয়ে আসতে পেৱেছি। বাপ



রে বাপ! এ বেটা জীন ভূত। রাতিৰে মৰে গেলেও আৱ তিনতলায় উঠব না।

আমি ওৱ ভয় দূৰ কৰাৰ জন্যে ম্যদু হেসে বলে উঠলুম, আৱে দূৰ, ও ভূতভূত কিছু নয়।

এ কথা শুনে মেহেৰবান আমাৰ চ্যালেঞ্জ কৰে বলে উঠল, চলুন উপৰে, দেখুন সেই ঘৰটায় এখনও আলো জলছ। আমি একটু দূৰে সিঁড়িতে দাঢ়িয়ে থাকবা আপনি আপনার ঘৰে গিয়ে দেখে আসুন। ঘৰটায় নিচয় এখনও আলো জলছে, আসুন।

আমি তখন নিজেই ঘোল খেয়ে গোছি। মেহেৰবানেৰ সঙ্গে উপৰে উঠবাৰ সাহস পেলাম না। ‘মুখে মারিতং জগৎ’ কৰে ভয়ে ভয়ে সৱে পড়লুম। কিছুতেই মাথায় চুকছে না যে ভূত আছে। একবাৰ সাহস দেখাচ্ছি আবাৰ বুকটাও দুৰ্বুৰুক কৰছে। তবে ভূতেৰ প্ৰাচাৰটা চাপা দেল না।’

আৱ একটি ঘটনা সম্পৰ্কে বীরেন্দ্ৰকৃষ্ণ বলছেন,

‘আমাদেৱ কলকাতা স্টেশনে প্ৰভাৱ মুৰোপাধ্যায় কাজ কৰতেন। একদিন বৰ্ধাৰ সময় একতলাৰ পিছনেৰ দিকে রিহার্সেল কৰমে বসে বই পড়ছেন। বেলা শেষ হয়ে গোছে। আলো জলে পড়ছেন। আমাদেৱ গাস্টিন প্লেসেৰ পিছন দিকে সেই গিৰ্জা আৱ আমাদেৱ ঘৰেৰ পিছনটায় রেলিং দেওয়া তাৰেৰ জাল বসানো জানলা। বাইৱেৰ বাগান দিয়ে যাতে কেউ না ঢুকতে পাৱে তাৰ ব্যবস্থা আছে।

প্ৰভাতকুমাৰ বই পড়তে পড়তে বাগানেৰ দিকে চেয়েছেন, সেই সময় দেখতে পেলেন, এক দীৰ্ঘদেহী সাহেব মাথায় টপ হ্যাট, আগোকাৰ দিনে বড়ো বড়ো সাহেবে ওই কালো লম্বা হ্যাট মাথায় পৰে যেতেন, সেটা পৱে ঘৰেৰ দিকে বৰ্ধাৰ জল মাথায় নিয়ে জানলাৰ কাছে আসছেন।

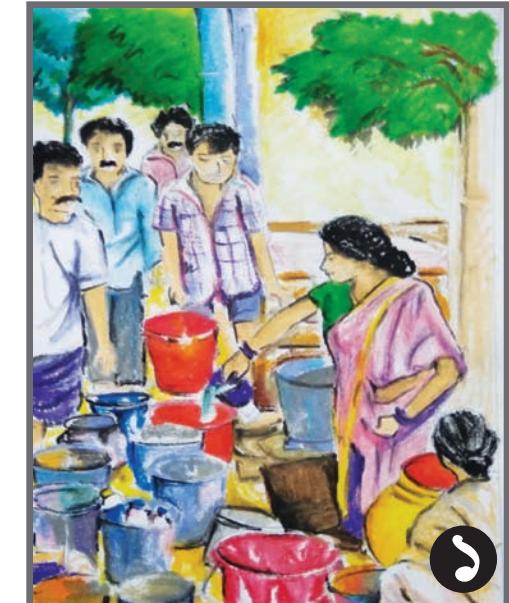
প্ৰভাত তাৰ দিকে চেয়ে

তয় পেয়ে গোলেন। সাহেবকে দেখেই তিনি দৰজাৰ দিকে এগোবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় হ্যাট সাহেবে যেন হাওয়ায় ভৱ দিয়ে জালমেৰা রেলিং দেওয়া জানলাৰ তাৰে দুই হাত চেপে দাঁড়িয়ে গোলেন।

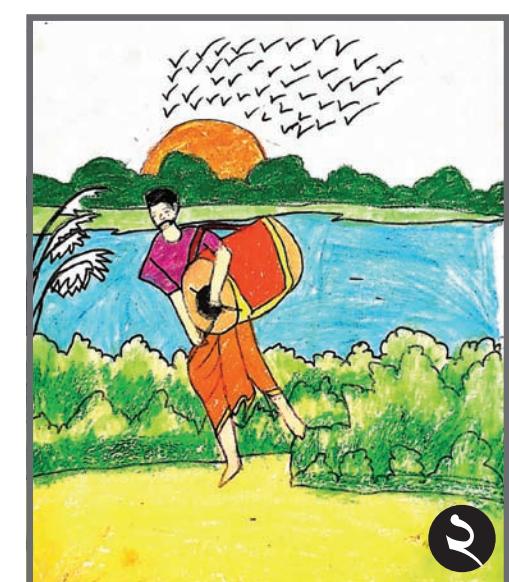
প্ৰভাত কোনোৰকমে ধীৱে পিছিয়ে দৰজাটা খুলতেই সাহেব ভূত ঘৰেৰ মধ্যে চুকে হাতছানি দিয়ে কি যেন বলতে

এলেন! প্ৰভাত অবশ্য তাৰ বলাৰ অপেক্ষা না কৰে প্ৰায় জানহারা হয়ে দৰজাটা খুলেই দ্রুত কৰিডৰ পেৰিয়ে একেবাৰে একতলাৰ স্তোত্ৰপাঠৰ সামনে অঞ্জন হয়ে পড়ে গেলেন। তাৰপৰ তিনি আৱ একতলাৰ ঘৰে কখনও একা যেতেন না।’

মহালয়া—পাঠক বীরেন্দ্ৰকৃষ্ণ ভদ্ৰ আকাশবন্ধীতে আৱও দুটি ভূত দেখাৰ ঘটনাৰ কথা বলেছেন। পৱে অন্য কোনো একদিন। সে যাই হোক, রাত ফুরোলেই যাঁৰ কঢ়স্বৰ তোমাৰ কামে আসেই আসবে, সেই তিনি শেষমেশ ভূতে বিশ্বাস কৰোছিলেন।



১



২

**১. তিয়াশা সরকার, নবম শ্রেণি,
সুনীতিবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়**

**২. কাঞ্চনাভ মৈত্রী,
দ্বিতীয় শ্রেণি,**

ডন বক্সা

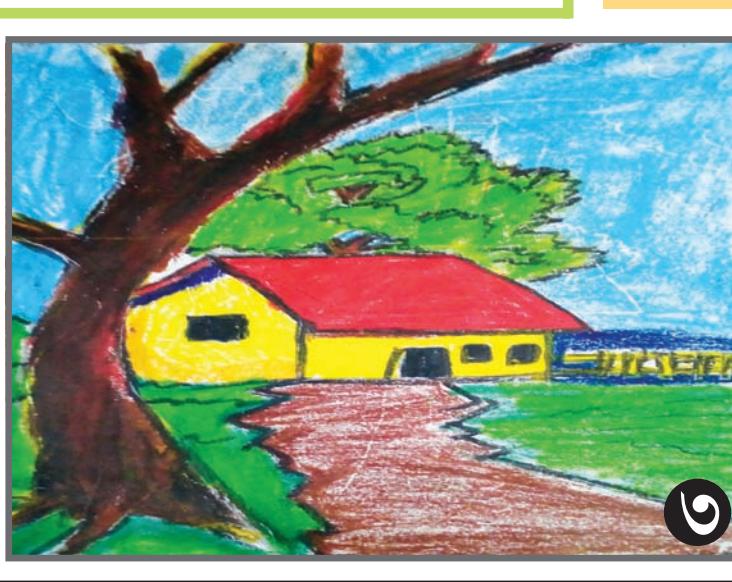
**৩. বিবেক রায়,
তৃতীয় শ্রেণি,**

নেতাজি

সেন্টেনারি স্কুল

**৪. শুভা চক্ৰবৰ্তী,
তৃতীয় শ্রেণি,**

ভোৱ অ্যাকাডেমি



৮

৩